নাগরিক অধিকার ঃ প্রসঙ্গ নারী

সৈয়দ মামুনূর রশীদ

এশিয়া উপমহাদেশের মানুষ যখন সিপাহী বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ করছে সেই ১৮৫৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের এক সূঁতা কারখানায় ঘটে গেল তুলকালাম কান্ড। নারী শ্রমিকরা তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বঞ্চনার প্রতিবাদ জানান এবং ন্যায্য অধিকার পূরণের দাবি তোলেন। সেই শুরু। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়েছে নারী অধিকার আন্দোলনের দিনগুলো। ১৯১০ সালে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন ০৮ র্মাচ দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালনের ঘোষণা দেন। অবশেষে জাতিসংঘ এ দিবসের তাৎপর্যকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের নিরাপত্তা লাভের কথা বলা হয়েছে। জনগণের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে থানা-পুলিশ। কাজেই, নারী-নিরাপত্তা-থানা-পুলিশ, এদের মধ্যে একটা আন্ত:সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৮৬১ সাল থেকে এই উপমহাদেশের জনগণ পুলিশ সার্ভিসের আওতায় এসেছে এবং কিছু বিতর্ক সত্ত্বেও বর্তমানে পুলিশ সার্ভিস অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ১৯৯৬ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি ১২০০ লোকের জন্য এক জন করে পুলিশ রয়েছে। বর্তমানেও এ অনুপাতের খুব বেশী নড়ছড় হয়নি বলে আমাদের ধারণা।

থানার পাশে কানাও যায় না–এ আপ্ত বাক্যটি এখনো বিলীন না হলেও থানার সাথে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ও যোগাযোগ পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে। কোনো নাগরিক, অধিকার বঞ্চনার শিকার হলে কিংবা কেউ তার অধিকার খর্ব করলে মানুষ এখনো পুলিশের সহায়তা চায়, থানায় ছুটে যায়। থানায় হরেক রকম মানুষই যায়। তাদের উদ্দেশ্যও থাকে বহুবিধ। এই বহুবিধ উদ্দেশ্যের হরেক রকম মানুষের একটা শ্রেণী হলো নারী। একজন নারী যখন তার অধিকার হারায় কিংবা সহিংসতার শিকার হয় তখন তিনি নিজে, তার প্রতিনিধি হয়ে কোনো নারী বা পুরুষ ছুটে যায় থানায়।

থানায় এসে এই নারী কিংবা তার প্রতিনিধি কি যথাযথ অধিকার পায়? নারীটি কি তার সমস্যা বা দূরবস্থার কথা পুরোটা বলতে পারে? এসব কথা কি কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তা বা অপরাপর কর্মকর্তারা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন? বক্তব্য শোনার পর ত্বরিৎ কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয় কি? এ ধরনের নানা বিষয় জানতে এবং পাশাপাশি আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো আদান-প্রদান করতে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ঘাসফুল-এর কয়েকজন উপকারভোগী পুলিশ নিয়ে তাদের তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। আলোচকদের পুলিশ বান্ধব সমাজ প্রত্যাশার বিপরীতে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ পুলিশ কর্মকর্তারা তাদের আন্তরিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। পুলিশ কর্মকর্তারা অভিযোগ দাখিলে যথাযথ পন্থা অবলম্বনের মধ্য দিয়ে পুলিশকে সহযোগিতার আহ্বান জানান। ডবলমুরিং থানায় এসে আমরা অভাবিত এক পরিবেশ পেয়েছি, আন্তরিক আতিথেয়তা পেয়েছি, সহযোগিতার আশ্বাস পেয়েছি–এ আমাদের এক বড় অর্জন।

বস্তুত, পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে যত কথাই বলা হোক না কেন, এ বিভাগ সম্পর্কে আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যত প্রতিবেদন পাই সবই হতাশার। বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক এক

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, Not only do the citizens and business of Bangladesh regard the country's police as corrupt and unreliable; their estimates of police honesty and responsiveness have also dropped markedly over the last five years. ওই সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশের ৬৯ শতাংশ নারীই মনে করে পুলিশ তীব্র দূর্নীতিগ্রস্ত। এছাড়া, ৭৮ শতাংশ নগরবাসী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শতভাগই বিশ্বাস করে পুলিশ দূর্নীতিগ্রস্ত। এর আগে বাংলাদেশ, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মতামত প্রদানকারীদের ৮২ শতাংশই মনে করে পুলিশ বিভাগ হলো সরকারের সবচেয়ে দূর্নীতিগ্রস্ত বিভাগ।

বিশ্ব ব্যাংকের পূর্বোক্ত সমীক্ষায় আরো দেখা যায়, নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংসতার এক-চতুর্থাংশ ঘটনাই পুলিশকে জানানো হয় না। কিন্তু সব ঘটনা জানানো বা জানানো হলেও সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করানো কি সম্ভব? এসব সহিংসতার ঘটনা নিবন্ধন করতে পুলিশকে গড়ে ২৮৬ টাকা এবং পুলিশি তদন্ত জোরদার করতে গড়ে ৬০ টাকা করে উৎকোচ প্রদান করতে হয়েছে। পুলিশ বিভাগসহ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অব্যাহত দূর্নীতির জন্যই হয়তো আমাদেরকে পর পর গত দু'বছর বিশ্বের সবচেয়ে দূর্নীতিগ্রস্ত দেশের কুখ্যাতি অর্জন করতে হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় পুলিশের কিছু সীমাবদ্ধতার কথা উঠে এসেছে যা অতি পুরনোও বটে। পুলিশের বেতন-ভাতা যৎসামান্য, তাদের পরিবহন সুবিধা পর্যাপ্ত নয়, থাকলেও তার পরিচালন ব্যয় এত কম যে, নাগরিকদের প্রয়োজনে পুলিশকে পকেটের টাকা খরচ করতে হয়। এই ব্যয় মেটাতে গিয়ে পুলিশকে উপরি আয় করতে হচ্ছে বলে পুলিশ কর্মকর্তারা স্বীকার করেন। পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগ তারা স্বীকার না করলেও অস্বীকার করেন নি।

প্রচলিত আইন মেনে চলতে গিয়ে প্রত্যেক নাগরিককে তার অধিকার বঞ্চনা বা হারানোর প্রতিকার চাইতে পুলিশ তথা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে ছুটতে হচ্ছে। অথচ পুলিশকে জনগণ তাদের বন্ধু মনে করে না, প্রায় ক্ষেত্রে জনগণের প্রতিপক্ষ বা শোষক ও ক্ষমতাবানদের আজ্ঞাবহ ভাবে। মোদ্দা কথা, পুলিশ বিভাগ এখন দারুণ ইমেজ সঙ্কটে আছে। এ সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য পুলিশ ও সাধারণ জনগণের সম্পর্কের উন্নয়ন দরকার। এ জন্য প্রধান মন্ত্রীর মূখ্য সচিব কামাল সিদ্দিকী সমাজ কল্যাণমূলক কাজে পুলিশ বিভাগের সদস্যদের সম্পৃক্ততার কথা বলেছেন। আমরাও চাই, পুলিশ-জনগণ সম্পর্কে বিদ্যমান টানাপোড়নের অবসান ঘটুক, প্রতিষ্ঠিত হোক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। আর তা হলে নাগরিক হিসেবে একজন নারী থানায় এসে নি:সংকোচে তার সমস্যার কথা বলতে পারবে, প্রতিকার চাইতে পারবে, দ্রুত পুলিশি তৎপরতা পাবে এবং এসবের মধ্য দিয়ে নিশ্চয়তা পাবে নারীর নিরাপত্তা।

সৈয়দ মামুনুর রশীদ, ঘাসফুল, পশ্চিম মাদারবাড়ী, চট্টগ্রাম

[লেখকের পরিচিতি জানতে এখানে টোকা মারুন]